মধ্য-লীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

চব্বিশবৎসর-শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু কহিলা সন্ন্যাস ॥ ২
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৩
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন্যাসমিতি। যো গৌরঃ ন্যাসং সন্ন্যাসাশ্রমং বিধায় কৃত্বা উৎপ্রণয়ঃ আনন্দিতঃ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুমনা গন্তুং মনো যস্য তথাভূতঃ ভ্রমাৎ প্রেমবিহ্বলাৎ রাঢ়ে রাঢ়দেশে ভ্রমন্ পর্য্যটন্ শান্তিপুরীং শ্রীঅদ্বৈতভবনং অয়িত্বা গত্বা ভক্তৈঃ সহ ইহ শান্তিপুর্য্যাং ললাস শোভিতবান্ তং গৌরং নতোঽস্মি ইতি। শ্লোকমালা ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, বৃন্দাবন-গমনাবেশে প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ এবং শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ গৌরঃ (যেই গৌরচন্দ্র) অথ (অতঃপর—চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকার পর) ন্যাসং (সন্ন্যাস) বিধায় (গ্রহণ করিয়া) উৎপ্রণয়ঃ (উচ্ছলিত-প্রেমা) [সন্] (হইয়া) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবনে) গন্তুমনা (গমনাভিলাষী) [সন্] (হইয়া) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ—প্রেমবিহ্বলতাজনিত ভ্রমবশতঃ) রাঢ়ে (রাঢ়দেশে) ভ্রমন্ (ভ্রমণ করিতে করিতে) শান্তিপুরীং (শান্তিপুরে) অয়িত্বা (গমন করিয়া) ইহ (এস্থানে—শান্তিপুরে) ভক্তৈঃ (ভক্তগণের সহিত) ললাস (বিলাস করিয়াছিলেন), তং (তাঁহাকে—সেই গৌরচন্দ্রকে) নতঃ অস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। (চব্বিশ বৎসর যাবৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের) পরে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমোচ্ছ্বাসবশতঃ বৃন্দাবনগমনাভিলাষী হইয়া (প্রেমবিহ্বলতাজনিত) ভ্রমবশতঃ রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুরে গমন করিয়া ভক্তগণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি। ১

এই শ্লোকে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সংক্ষেপে এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

২। ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৪৩১ শকের মাঘীসংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন।

৩। সন্ন্যাস করি ইত্যাদি—পরবর্ত্তী ৭ম পয়ার দ্রষ্টব্য। **রাঢ়দেশে** ইত্যাদি—প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান না থাকায় তিন দিন পর্য্যন্ত প্রভু কেবল এক রাঢ়দেশেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

৪। এই শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোক। **পড়ি**—আবৃত্তি করিতে করিতে। **ভাবের আবেশে**—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **ভ্রমিতে**—ভ্রমণ করিতে করিতে। **পবিত্র কৈল**

তথা হি (ভাঃ ১১৷২৩৷৫৭)—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেষা চ মম পরমাত্মনিষ্ঠা শ্রীমকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবণং বিনা সোপদ্রবৈব জাতা। যদীদৃশো নানাবিচারোঽপি তন্নিষ্ঠায়ামুপদ্রব এবেত্যন্তে তন্নিষেবামবলম্বৈব বিবিনক্তি এতামিতি। তস্মাদ্ভবতা সাধ্বেবোক্তং ঋতে তদ্ধর্ম্ম-নিরতানিতি শ্রীভগবতো ভাবঃ ॥ শ্রীজীব ॥

অতোঽহমপি অনয়ৈব পরমাত্মনিষ্ঠয়া তরিষ্যামীত্যাহ এতামিতি সোঽহমিত্যন্বয়ঃ। নন্বিয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তদাহ মুকুন্দেতি ॥ স্বামী ॥ পরমাত্মনিষ্ঠাং দেহদৈহিকাভিমানেভ্যঃ পরঃ শুদ্ধো য আত্মা জীবস্তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলং আস্থায়েতি পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব, তমঃ সংসারন্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রিসেবয়ৈব তরিষ্যামি নত্বনয়েত্যর্থঃ এব-কারাল্লভ্যতে নন্থ তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ অতঃ প্রবুদ্ধস্য ভয়াভাবাৎ। সোঽহমিত্যন্বয়াভিধানাৎ স আস্থায়েত্যেব স্বামিসম্মতঃ পাঠো নতু সমাস্থায়েতি। অন্যাবেশপরিত্যাগায় তস্যা নিষ্ঠায়া আস্থামাত্রং তমস্তরণন্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব তাং বিনা তস্যাঃ সোপদ্রবত্বাদিত্যুপসংহারে ভক্তিরেব পর্য্যবসায়িতা ॥ দীপিকাদীপনম্ ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইত্যাদি—প্রভুর চরণস্পর্শে সমস্ত রাঢ়দেশ পবিত্র হইয়া গেল। প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে "এতাং স আস্থায়"—ইত্যাদি শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কর্ণপূর তাঁহার নাটকেও এইরূপই লিখিয়াছেন। ৫। ১॥

শ্লো। ২। অন্বয়। সঃ (সেই) অহং (আমি) পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীন) মহদ্ভিঃ (মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক) অধ্যাসিতাং (পরিষেবিত) এতাং (এই) পরাত্মনিষ্ঠাং (পরাত্মনিষ্ঠা—জীবাত্মার স্বরূপ) আস্থায় (অবলম্বন করিয়া) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া (শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাদ্বারা) এব (ই) দুরন্তপারং (দুস্তরণীয়) তমঃ (সংসার) তরিষ্যামি (উত্তীর্ণ হইব)।

অনুবাদ। পূর্ব্বতন-মহাপুরুষগণের পরিষেবিত এই পরাত্মনিষ্ঠাকে (জীবাত্মার স্বরূপকে) অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র শ্রীমুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারাই সেই আমি দুস্তর-সংসার উত্তীর্ণ হইব। ২

অবন্তীনগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত কৃপণও ছিলেন। দেবতা-পিতৃপুরুষাদির জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য, এমন কি নিজের জন্যও বিশেষ কিছু ব্যয় করিতেন না। ইহাতে স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাহউক, কিছুকাল পরে দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল; সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; এদিকে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গও তাঁহাকে বিশেষ উপেক্ষা করিতে লাগিল; এরূপ অবস্থায়, বোধ হয় পূর্ব্বসুকৃতি-বলে, ব্রাহ্মণের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তপস্যা করার অভিপ্রায়ে, মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় করিলেন এবং ভিক্ষার নিমিত্ত নিঃসঙ্গভাবে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রামস্থ দুষ্টলোকগণ নানা প্রকারে তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে লাগিল, নানাভাবে তাঁহার অপমানাদি করিতে লাগিল; তিনি কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলেন না—তিনি এ সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন ও অপমানাদিকে নীরবে তাঁহার ভোক্তব্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং নানাবিধ যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিচার করিয়া তিনি স্থির করিলেন—"এ সমস্ত দুষ্টলোক স্বরূপতঃ তাঁহার দুঃখের কারণ নয়; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম, কালও তাঁহার দুঃখের কারণ নয়; একমাত্র মনই সুখ-দুঃখের কারণ; মনই সত্ত্বাদি-গুণবৃত্তি সকলের সৃষ্টি করে, এই সকল গুণবৃত্তি হইতেই সাত্ত্বিকাদি কর্ম্ম সকস উদ্ভূত হয়; এই গুণজাত-কর্ম্মসকল হইতেই সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়; এই সকল সুখ-দুঃখ মনে সংক্রামিত হয়। আবার দেহের মধ্যে মনেরই প্রাধান্য বলিয়া দেহেও সেই সমস্ত সুখ-দুঃখ সংক্রামিত হইয়া থাকে। জীবাত্মা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু—প্রকৃতির অতীত ; সুতরাং প্রকৃতি-গুণজাত সুখ-দুঃখ স্বরূপতঃ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কিন্তু এতাদৃশ আত্মা মনকে এবং মনঃ-প্রধান দেহকে আত্মরূপে—নিজ হইতে অভিন্নরূপে—বিবেচনা করিয়া মনেরই গুণের সঙ্গে এবং প্রকৃতি-গুণজাত কর্ম্মাদির সঙ্গে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং কর্ম্ম-ফলানুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে—মনে এবং মন হইতে দেহে সংক্রামিত সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ মনে করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং মনকে সংযত করিতে পারিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইতে পারে ; দেহের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করা ভ্রান্তি মাত্র ; নিজের—আত্মার—সুখও নাই, দুঃখও নাই ; জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, অপ্রাকৃত চিন্ময়বস্তু—প্রকৃতির গুণ-স্পর্শশূন্য মনকে সংযত করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি ধ্বংস করিতে পারিলেই জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে।" জীবাত্মার স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ "এতাং স আস্থায়"—ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণকালে তিনি সর্ব্বদাই ঐ শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন।

এতাং—এই ; পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিমূলক বিচারপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, সেই সিদ্ধান্তানুরূপ। **পরাত্মনিষ্ঠাং**—পর + আত্মা = পরাত্মা ; তাহার নিষ্ঠা। পর—প্রকৃতির পর, দেহ-দৈহিক-অভিমানের পর ; প্রকৃতির অতীত ; দেহ-দৈহিকাদি-অভিমানের অতীত ; অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধ ; এই দেহই আমি—কিম্বা এই দেহ আমার—দেহস্থিত এই হস্তপদাদি আমার—এই ধন-সম্পত্তি আমার—ইত্যাদিরূপ কোনও অভিমানই স্বরূপতঃ নাই যাহার—এরূপ যে আত্মা—জীব বা জীবাত্মা, তাহাই হইল পরাত্মা, প্রকৃতির গুণ-সংস্পর্শশূন্য শুদ্ধ আত্মা। তাহার নিষ্ঠা—স্বরূপলক্ষণ (চক্রবর্ত্তী) ; নিতরাং স্থিতি যত্র, চরম-স্থিতি যাহাতে—এই অর্থে নিষ্ঠা অর্থ স্বরূপ-লক্ষণ হইতে পারে ; কারণ, প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ লক্ষণে চরম-স্থিতি। এইরূপে পরাত্মনিষ্ঠা হইল—শুদ্ধ-জীবাত্মার স্বরূপ-লক্ষণ ; তাহাকে **আস্থায়**—আ (ঈষৎ) + স্থায় (থাকিয়া) ; কিঞ্চিৎ অবলম্বন করিয়া ; জীবাত্মার স্বরূপ-লক্ষণে মনকে স্থাপন করিয়া। **অথবা** পরাত্মায় (প্রকৃতিস্পর্শশূন্য) শুদ্ধ জীবাত্মায় যে নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা), তাহাকে আস্থায় (অবলম্বন করিয়া)—অন্যবিষয়ে আবেশ পরিত্যাগের নিমিত্ত জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপে আস্থা স্থাপন করিয়া (দীপিকাদীপন) ; কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠা—আস্থা বা শ্রদ্ধা—কিরূপে হইতে পারে? **মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব**—শ্রীমুকুন্দের চরণ-সেবাদ্বারা ; শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত জীবাত্মার শুদ্ধ-স্বরূপে আস্থাও রাখা যায় না, শুদ্ধ-স্বরূপের উপলব্ধিও হয় না ; জীবাত্মার শুদ্ধ-স্বরূপের বিবরণটী জানিয়া রাখা যায় বটে ; কিন্তু অবিদ্যার কবল হইতে মনকে মুক্ত করিতে না পারিলে জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা বা অবিচলিত আস্থা রক্ষা করা যায় না, নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া এই আস্থাকে উপদ্রুত—বিচলিত—করিতে থাকিবে ; কিন্তু অবিদ্যার কবল হইতে মনকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে—জীব নিজের চেষ্টায় তাহা পারে না ; অবিদ্যা হইল ভগবৎ-শক্তি, ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন এই শক্তিকে অপসারিত করেন, তখনই জীব ইহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে ; তজ্জন্য ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হওয়া দরকার। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥—আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া ; যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, কেবলমাত্র তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। গীতা। ৭। ১৪॥" তাই বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র মুকুন্দ-চরণ-সেবা দ্বারাই জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা—অবিচলিত আস্থা—রাখা যাইতে পারে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও নামের উল্লেখ না করিয়া **"মুকুন্দ"** নামের উল্লেখেরও সার্থকতা আছে। মুক্তি দান করেন যিনি, তিনি মুকুন্দ—ইহাই মুকুন্দ-শব্দের অর্থ ; মায়ার কবল হইতে মনকে মুক্ত করিয়া স্বরূপের নিষ্ঠার যোগ্যতা দান করিতে পারেন যিনি, এইরূপ যে ভগবান্ মুকুন্দ, তাঁহার চরণ-সেবা। তিনি সংসার হইতে মুক্তি দিতে পারেন—তাই বলা হইয়াছে, এই মুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারাই **দুরন্তপারং**—দুস্তর, গীতোক্ত "দুরত্যয়", **তমঃ**—মায়া বা সংসার **তরিষ্যামি**—উত্তীর্ণ হইব, মুকুন্দের কৃপায়। মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া এব—এই **এব**—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেহই সংসারমুক্ত হইতে পারে না ; তাহার প্রমাণ—পূর্ব্বোদ্ধৃত "দৈবীহ্যেষা" ইত্যাদি গীতোক্ত শ্লোক। **স অহং**—

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৫
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥ ৬
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই আমি। ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"যেই আমি দেহ-দৈহিকাভিমানে এতই মুগ্ধ ছিলাম যে অতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও—দেবতা-পিতৃলোকাদির উদ্দেশ্যে, অতিথি-অভ্যাগতের উদ্দেশ্যে, স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যেও একটী পয়সা খরচ করিতে পারি নাই—এমন কি নিজের আহার-বিহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদেও যথেষ্ট কৃপণতা করিয়াছি—সেই আমিও—শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক, এই যে পরাত্মনিষ্ঠার কথা বলা হইল, তাহা কিরূপ? **পূর্ব্বতমৈঃ মহদ্ভিঃ অধ্যাসিতাম্**—পূর্ব্বতম বা প্রাচীন মহাজন (বা মহর্ষিগণ) কর্ত্তৃক অধ্যাসিত (আচরিত বা উপদিষ্ট)। প্রাচীন মহাজনগণও জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা তদনুরূপ উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব, তমঃ সংসারস্তু সেবয়ৈব, নত্বনয়েত্যর্থঃ এবকারালভ্যতে। নন্থ তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি।—এই পরাত্মনিষ্ঠায় আমার কিঞ্চিৎ স্থিতিমাত্রই আছে,—কিন্তু ইহাদ্বারা—এই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিদ্বারা—সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না, সংসার হইতে উদ্ধার পাইব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা দ্বারা; শ্লোকস্থ এব-কারদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। আচ্ছা, পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিদ্বারা যদি সংসার-মুক্ত না হওয়াই যায়, তাহা হইলে পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিই বা কেন? উত্তরে বলিতেছেন—প্রাচীন মহাজনগণ এরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং এরূপ উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রাচীন মহাজনগণের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনার্থই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতি, সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত নহে।" কিন্তু পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতি যে ঐকান্তিকভাবে অথবা স্বীয় ভাবানুলকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার আনুকূল্য বিধান করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়াই ভগবৎ-সেবার চেষ্টা করিতে পারে; যে পর্য্যন্ত স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহার সাধন-ভজন বিঘ্নসঙ্কুল—উপদ্রবময়ই হইয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতি সম্ভব হইতে পারে না; সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন যখন দরীভূত হয়, চিত্তের মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে অপসারিত হয়, তখনই জীবের স্বরূপে স্থিতি—স্বরূপের উপলব্ধি—সম্ভব হইতে পারে এবং তখনই তিনি শ্রীভগবৎ-সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। এরূপে, পরাত্মনিষ্ঠা সংসারমুক্তির মুখ্য কারণ না হইলেও গৌণ বা পরম্পরাক্রমলব্ধ কারণ হইতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে—যিনি জীবাত্মার স্বরূপটী জানিয়ামাত্র রাখিয়াছেন, সেই স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত কোনওরূপ সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানই করেন না, তাঁহার সংসার-মুক্তি সুদূর-পরাহত।

শ্রীধরস্বামিচরণ বলেন—"অহমপি অনয়ৈব পরমাত্মনিষ্ঠয়া তরিষ্যামীত্যাহ। নন্থ ইয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তদাহ মুকুন্দেতি।—পূর্ব্বমহাজনগণের ন্যায়, আমিও এই পরাত্মনিষ্ঠা দ্বারাই সংসার উত্তীর্ণ হইব; কিন্তু কিরূপে এই নিষ্ঠা জন্মিবে? উত্তরে বলিতেছেন—মুকুন্দচরণ সেবা দ্বারা।"

৫। **সাধু**—উত্তম। **ভিক্ষুর**—ভিক্ষুকের; অবন্তীনগরবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের। **প্রভু** বলিলেন—এই ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলিলেন, তাহা অতি উত্তম; কারণ, তিনি **মুকুন্দ-সেবনব্রত** ইত্যাদি—মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই যে জীবের একমাত্র ব্রত, ইহা (ভিক্ষু) নির্দ্ধারিত করিলেন। মুকুন্দসেবাকে ব্রত বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে অনিষ্ট হয়। ৫-৭ পয়ার প্রভুর উক্তি।

৬-৭। ৬ষ্ঠ পয়ারে "এতাং স আস্থায়" শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন, প্রভু।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরাত্মনিষ্ঠা—প্রকৃতির পর (অতীত), দেহ-দৈহিকাভিমানের পর (অতীত) যে শুদ্ধ আত্মা, তাহার নিষ্ঠা, বিচারিত-লক্ষণ স্বরূপ। আত্মা প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু, স্বরূপতঃ আত্মার কোনও সুখ-দুঃখ নাই—ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জীবাত্মা (শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বেশ**—প্রবেশ (শব্দকল্পদ্রুম); (প্রবেশ দ্বারা স্থিতিও সূচিত হয়; সুতরাং এস্থলে বেশ অর্থ)—স্থিতি। **বেশধারণ**—স্থিতিধারণ। **পরাত্মনিষ্ঠামাত্র** ইত্যাদি—দেহাত্যতিরিক্ত আত্মা যে সুখদুঃখের অতীত এক শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু, তাহাতে আমার স্থিতিমাত্র বা আস্থামাত্র আছে, সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত আমি কেবল এই আস্থার উপর নির্ভর করি না; কারণ, **মুকুন্দ-সেবায়** ইত্যাদি—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। (ইহা চক্রবর্ত্তিপাদ-সম্মত ব্যাখ্যা, শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার অনুরূপ অন্বয়ঃ—পরাত্মনিষ্ঠায় বেশ (স্থিতি) ধারণমাত্র; মুকুন্দসেবায়ই সংসার তারণ হয়।

অথবা, বেশধারণ—প্রবেশধারণ, প্রবেশ-করণ; পূর্ব্বমহাজনদের আচরিত পন্থায় প্রবেশকরণ। সেই পথটী কি? **পরাত্মনিষ্ঠামাত্র**—পূর্ব্ব মহাজনদের অধ্যুসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ পথে প্রবেশকরণ; পরাত্মনিষ্ঠার অবলম্বন। যেহেতু, তদ্দ্বারাই সংসার-মুক্তি হইবে; এই পরাত্মনিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মুকুন্দসেবা ইত্যাদি। (ইহা স্বামিপাদ সম্মত ব্যাখ্যা। শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাখ্যার অনুরূপ অন্বয়ঃ—(পূর্ব্ব মহাজনদের অধ্যুসিত) পরাত্মনিষ্ঠামাত্ররূপ (পন্থায়) বেশ (প্রবেশ)-ধারণ (করিয়া) মুকুন্দসেবায় সংসার-তারণ হয়।

সেই বেশ কৈল ইত্যাদি—সেই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিমাত্র গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে সংসার-মুক্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিব (চক্রবর্ত্তীর সম্মত ব্যাখ্যানুরূপ)। **অথবা,** পূর্ব্ব মহাজনদের অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠার পন্থা আমিও অবলম্বন করিলাম; এক্ষণে সেই পথে সুষ্ঠুভাবে অবস্থানের নিমিত্ত এবং তদ্দ্বারা সংসার-মুক্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিব (স্বামিপাদের সম্মত ব্যাখ্যার অনুরূপ)।

যাহা হউক, ৬ষ্ঠ পয়ারকে "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ মনে করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে; কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় অনেকটী নূতন-শব্দের অধ্যাহার করিতে হয়; অধিকন্তু একটু কষ্টকল্পনারও যেন আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ৬ষ্ঠ পয়ারকে শ্লোকের অনুবাদ মনে না করিলে **অন্যরূপ অর্থও** করা যাইতে পারে; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। এই অর্থ শ্লোকের অনুবাদ না হইলেও শ্লোকের মর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ধননাশে অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তাঁহার বৈরাগ্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, দুষ্টলোক-কৃত অত্যাচার-উৎপীড়ন-অবমাননাদি—এমন কি স্বীয়গাত্রে মলমূত্র-নিষ্ঠীবন-ত্যাগাদিও—তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; এ সমস্ত অত্যাচারাদিজনিত দুঃখ তাঁহার দেহের মাত্র—পরন্তু তাঁহার নহে—এরূপ নিশ্চিত ধারণাবশতঃই তিনি অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার এরূপ অবস্থা হইতেই বুঝা যায়, দেহ দৈহিক-বস্তুতে তাঁহার কোনওরূপ অভিনিবেশ বা আসক্তি ছিল না, তিনি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন; বস্তুতঃ দেহদৈহিক-বস্তুতে অভিনিবেশ বা আসক্তি দূর হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাঁহার পরাত্মনিষ্ঠা লাভ হইতে পারে; এইরূপ অবস্থা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসের অধিকারী; সন্ন্যাস-অর্থও সম্যক্‌রূপে ন্যাস বা দেহ-দৈহিকবস্তুতে আসক্তি বা অভিনিবেশ ত্যাগ। সুতরাং সন্ন্যাস হইল পরাত্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। এইরূপ আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া ৬।৭ পয়ারের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরাত্মনিষ্ঠা—পূর্ব্ববৎ অর্থ; দেহদৈহিকবস্তুতে অভিমানশূন্য শুদ্ধ জীবাত্মায় নিষ্ঠা। **বেশধারণ**—সন্ন্যাসবেশ ধারণ; সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রভু "পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন; সুতরাং প্রভুর তৎকালীন অবস্থা ও শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে উক্ত পয়ারদ্বয়ের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এইরূপ হয়ঃ—

বেশ-ধারণ (বা সন্ন্যাস বেশধারণ, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ) পরাত্মনিষ্ঠামাত্র (পরাত্মনিষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র, ইহা সংসার-মুক্তির পরিচায়ক নহে); সংসার-তারণ (সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ) হয় মুকুন্দসেবায়। (পরাত্মনিষ্ঠার

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি—কিবা রাত্রিদিন ॥ ৮
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ—তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ ৯
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে, খণ্ডে দুঃখ শোক ॥১০
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরিহরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥ ১১
শুনি তা-সভার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বোলে সভার শিরে হস্ত ধরি ॥ ১২
তা সভারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥ ১৩
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ—॥ ১৪
বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥ ১৫
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন ? ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিচায়কমাত্র যেই সন্ন্যাস-বেশ, আমি) সেই বেশ (গ্রহণ) করিলাম ; এক্ষণে বৃন্দাবনে যাইয়া নিভৃতে (নির্জ্জনে) বসিয়া কৃষ্ণ-নিষেবণ (শ্রীকৃষ্ণসেবা) করিব।

৮। **এত বলি**—পূর্ব্বোক্ত ৬৷৭ পয়ারোক্ত বাক্য বলিয়া। **প্রেমোন্মাদ**—প্রেমজনিত উন্মত্ততা ; প্রেমবিহ্বলতা। বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া প্রভু চলিতে লাগিলেন ; তাঁহাতে প্রেমোন্মাদের চিহ্নসকল প্রকটিত ; প্রেমবিহ্বলতায় তাঁহার দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাই (তিনি কোন্ দিকে যাইতেছেন, যেদিকে যাইতেছেন, তাহা তাঁহার গন্তব্য বৃন্দাবনের পথ কিনা, তাহা বিচার করার শক্তি তাঁহার তখন ছিল না)—এমন কি, দিবা কি রাত্রি—এই জ্ঞানও তখন তাঁহার ছিল না। কর্ণপূর তাঁহার নাটকের পঞ্চমাঙ্কেও এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন।

৯। প্রভু চলিয়াছেন—নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন (চন্দ্রশেখর আচার্য্য) এবং মুকুন্দ—এই তিনজনও প্রভুর পাছে পাছে চলিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে এই তিনজনও কাটোয়াতে ছিলেন।

১০। যাঁহারা যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন, প্রভুর দর্শনের প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তের কালিমা ঘুচিয়া গেল, তখন তাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইল, শুদ্ধসত্ত্বোজ্জলচিত্তে প্রেমের উদয় হইল, তাঁহাদের সমস্ত দুঃখশোক ঘুচিয়া গেল - প্রেমাবেশে তাঁহারাও "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন।

১১-১৩। এইরূপে প্রভুর দর্শন-প্রভাবে গোপবালকগণ উচ্চস্বরে "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া উঠিল ; তাঁহাদের উচ্চ হরিধ্বনিতে সেইদিকে প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল ; তিনি তাহাদের নিকটে যাইয়া প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়া "হরি" বলিতে বলিলেন ; এবং তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"তোমরা হরিনাম করিতেছ, তোমরা ভাগ্যবান্ ; হরিনাম শুনাইয়া তোমরা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছ।"

শিরে হস্ত ধরি—মাথায় হাত রাখিয়া ; ইহাদ্বারা প্রভু তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তিসঞ্চার করিলেন। **স্তুতি করে**—প্রশংসা করিলেন। কর্ণপূরও তাঁহার নাটকে (৫৷৮) এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন।

১৪। **গুপ্তে**—গোপনে ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহাতে টের না পায়েন, সেইভাবে। **তা-সভারে**—সে সমস্ত গোপবালকদিগকে। **করিয়া প্রবন্ধ**—মধুরবাক্যে তাহাদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মাইয়া।

১৫। শ্রীমন্নিত্যানন্দ গোপবালকদিগকে যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত আছে। নিত্যানন্দ-প্রভু গোপবালকদিগকে শিখাইতেছেন, "প্রভু যদি তোমাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তোমরা গঙ্গার তীরে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দিও।" **পুছেন**—জিজ্ঞাসা করেন। কর্ণপূরের নাটকেও (৫৷৯) এইরূপ কথা আছে।

১৬। **তবে**—গোপবালকগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে উক্তরূপ শিক্ষা পাওয়ার পরে। **প্রভু**—মহাপ্রভু। **পুছিলেন**—জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপবালকদিগকে।

শিশুসব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৭
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দগোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ১৮
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ১৯
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥ ২০

তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয় ॥ ২১
প্রভু কহে—শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে—তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২২
প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন ?।
তেঁহো কহেন—কর এই যমুনা-দর্শন ॥ ২৩
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৪

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৭। **সেই পথে**—গোপবালকগণ যে পথ দেখাইয়া দিল, সেই পথে। **আবেশে**—প্রেমাবেশে; অথবা, তিনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, এই ভাবের আবেশে। কর্ণপুরের নাটক (৫।৯-১০)।

১৮-২০। মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে বলিলেন—"তুমি শীঘ্র শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে যাও; যাইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আমি প্রভুকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি; প্রভুকে গঙ্গাপার করাইবার জন্য তিনি যেন একখানা নৌকা লইয়া গঙ্গার তীরে থাকেন; শান্তিপুরে এই সংবাদ বলিয়া তুমি নবদ্বীপে যাইবে এবং শচীমাতাকে সহ তত্রত্য সমস্ত ভক্তবৃন্দকে লইয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসিবে।" নৌকা লঞা **তীরে**—গঙ্গাতীরে। **আচার্য্যরত্ন**—চন্দ্রশেখর আচার্য্য। কর্ণপুরের নাটকোক্তির (৪।৫০) মর্ম্মও এই কয় পয়ারোক্তির অনুরূপ।

২১। প্রভু প্রেমাবেশে চলিয়াছেন; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যে তাঁহার পাছে পাছে চলিয়াছেন—তিনি তাহাও জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে পাঠাইবার পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন দেখিলেন যে, প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীর অপর পাড়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন তিনি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর আবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।" **আগে**—অগ্রভাগে, সম্মুখে।

২২। **শ্রীপাদ**—এইটী সম্মানসূচক বাক্য; প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীপাদ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এস্থলে শ্রীপাদ-শব্দের অর্থে কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এইরূপ লিখিয়াছেন। "শ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ কৃষ্ণস্তম্ আদদাতীতি—শ্রীপ + আদ = শ্রীর পতি শ্রীপ, কৃষ্ণ; আ (সম্যক্‌রূপে) দান করেন যিনি, তিনি আদ। শ্রীপতি-কৃষ্ণকে যিনি সম্যক্‌রূপে দান করেন, তিনি শ্রীপাদ ॥ নাটক। ৫। ২১ ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভুর আবেশ সামান্য একটু ছুটিয়া গেল, তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন; (কিন্তু তখনও—তিনি কোথায় আছেন, কিরূপে এস্থানে আসিলেন,—এসব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিবার মত বাহ্যজ্ঞানও তখনও তাঁহার হয় নাই। যাহা হউক) তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ। তুমি কোথায় যাইতেছ?" শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চতুরতা করিয়া বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।" কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও একথা লিখিয়াছেন। "ভগবান্—শ্রীপাদ, কথয় কুতো ভবন্তঃ। নিত্যানন্দঃ—দেবস্য বৃন্দাবন-জিগমিষামাশ্রিত্য ময়াপি তদ্দিদৃক্ষয়া চলতা ভবৎসঙ্গো গৃহীতঃ ॥ ৫।১২॥"

২৩। **কর এই যমুনাদর্শন**—গঙ্গাকে দেখাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"এই যে সাক্ষাতেই যমুনা; তুমিতো যমুনার তীরেই দাঁড়াইয়া আছ; চল প্রভু, যমুনা দর্শন করিবে আইস।" কর্ণপূরের নাটক (৫।১৩) একথাই বলেন।

২৪। **গঙ্গা-সন্নিধানে**—গঙ্গার নিকটে। **আবেশে**—বৃন্দাবনে যাওয়ার আবেশে। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে

'অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।'
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥ ২৫

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৫।১৩]—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দস্নোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ৩ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন,—নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মিত্রঃ সূর্য্যস্তস্য পুত্রী কন্যা যমুনা নোঽস্মাকং বপুঃ শরীরং পরিত্রীক্রিয়াদিত্যন্বয়। কিম্ভূতা নন্দস্নোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সদা সর্ব্বক্ষণং পরপ্রেমপাত্রী। নন্দস্নোঃ কিম্ভূতস্য চিদানন্দভানোঃ চিদানন্দো নির্ব্বিশেষব্রহ্ম ভানুঃ প্রভা যস্য। পুনঃ কিম্ভূতা যমুনা দ্রব এব ব্রহ্ম তদেব গাত্রং যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা অঘানাং পাপানাং লবিত্রী নাশিনী। পুনঃ কিম্ভূতা জগৎক্ষেমধাত্রী জগতাং মঙ্গলবিধাত্রী ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাওয়ার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া আছেন; তাই শ্রীনিত্যানন্দ যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে নিয়া বলিলেন—এই-ই যমুনা, তখন প্রভু গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া মনে করিলেন।

২৫। তখন প্রভু যমুনার দর্শনে নিজেকে খুব ভাগ্যবান্ মনে করিলেন এবং "চিদানন্দভানোঃ" ইত্যাদি বাক্যে যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য—প্রভুর তখনও বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসে নাই)।

শ্লো। ৩। অন্বয়। চিদানন্দভানোঃ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই) নন্দস্নোঃ (নন্দ-তনয় শ্রীকৃষ্ণের) সদা (সর্ব্বদা, নিত্য) পরপ্রেমপাত্রী (অত্যন্ত প্রেমপাত্রী) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (জলরূপ-দ্রবব্রহ্মদেহা) অঘানাং (পাপসকলের) লবিত্রী (নাশকারিণী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতের মঙ্গলবিধায়িনী) মিত্রপুত্রী (সূর্য্যকন্যা যমুনা) নঃ (আমাদের) বপুঃ (দেহ) পবিত্রীক্রিয়াৎ (পবিত্র করুন)।

অনুবাদ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই নন্দনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের যিনি নিত্য-পরমপ্রেমপাত্রী, জলরূপ দ্রবব্রহ্ম যাঁহার গাত্র (অর্থাৎ যিনি চিন্ময় জল রূপে বিরাজিত), (দর্শনমাত্রেই) যিনি সর্ব্ববিধ পাপের বিনাশসাধন করেন, জগতের মঙ্গল-বিধায়িনী সেই সূর্য্যতনয়া যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন। ৩

চিদানন্দভানোঃ—চিৎ (চিন্ময়) আনন্দ (নির্ব্বিশেষ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) ভানু (জ্যোতিঃ বা অঙ্গকান্তি) যাঁহার, তিনি চিদানন্দভানু; তাঁহার চিদানন্দভানোঃ। চিন্ময় নির্ব্বিশেষ আনন্দই হইলেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। ১।১।৩ শ্লোক ও ১।২।৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **নন্দসূনোঃ**—নন্দ-তনয়ের; শ্রীকৃষ্ণের; পিতৃনামে পরিচয় দেওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যাতিশয় সূচিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারই প্রেমপাত্রী যমুনারও বাৎসল্যাতিশয় সূচিত হইতেছে। **পরপ্রেমপাত্রী**—পরমপ্রেমের পাত্রী, পরমপ্রেয়সী (যমুনা)। **সদা**-শব্দ যমুনার নিত্য-কৃষ্ণপ্রেয়সীত্ব সূচনা করিতেছে। **দ্রবব্রহ্মগাত্রী**—দ্রবব্রহ্মই গাত্র যাঁহার, সেই রমণী হইলেন দ্রবব্রহ্ম-গাত্রী। যমুনার চিন্ময়জলকে ব্রহ্মের দ্রবীভূত অবস্থা মনে করিয়া যমুনাকে দ্রবব্রহ্মগাত্রী বলা হইয়াছে; জলই যমুনার গাত্র। **অঘানাং লবিত্রী**—দর্শন মাত্রেই (যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই) পাপসমূহের বিনাশকারিণী। যমুনার দর্শনমাত্রেই সকলের সর্ব্ববিধ পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়। **জগৎক্ষেমধাত্রী**—জগতের ক্ষেম (বা মঙ্গল) ধারণ করেন যিনি; জগতের মঙ্গলবিধায়িনী। **মিত্রপুত্রী**—সূর্য্যের এক নাম মিত্র। যমুনা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাই তাঁহাকে মিত্রপুত্রী বলা হইয়াছে। এতাদৃশী যমুনা আমাদের অপবিত্র দেহকে পবিত্র করুন—**পবিত্রী-ক্রিয়াৎ।**

২৬। এত বলি—"চিদানন্দভানোঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া। **নমস্করি**—স্নানের পূর্ব্বে নমস্কার করিয়া। স্নানের সময়ে পাদস্পর্শ হয় বলিয়া স্নানের পূর্ব্বে নমস্কারের বিধি আছে। **কৈল গঙ্গাস্নান**—যমুনাজ্ঞানে প্রভু

হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥ ২৭
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি—২৮
তুমি ত অদ্বৈতগোসাঞি, হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥ ২৯
আচার্য্য কহে—তুমি যাহাঁ সে-ই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ৩০
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে 'যমুনা' কহিলা ॥ ৩১
আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গঙ্গাতেই স্নান করিলেন। **এক কৌপীন** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে—পরিধানে—একখানা মাত্র কৌপীন ছিল, আর দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে ছিল না। তাই প্রভু তীরে উঠিয়া ভিজা কৌপীনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। **দ্বিতীয় পরিধান**—পরিবার জন্য দ্বিতীয় বস্ত্র।

২৭-২৯। স্নান করিয়া প্রভু তীরে উঠিয়া মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও নৌকায় চড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি প্রভুর জন্য নূতন কৌপীন ও নূতন বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন; নৌকা হইতে উঠিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়া কৌপীন-বহির্ব্বাস হাতে করিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্যস্মৃতি আর একটু ফিরিয়া আসিল—সম্মুখে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর মনে একটু সন্দেহ জাগিল। তিনি মনে করিলেন—"ইহাঁকে তো অদ্বৈতাচার্য্যের মতই দেখা যাইতেছে; কিন্তু ইনি আবার বৃন্দাবনে আসিলেন কখন?" ভালরূপে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন যে—হাঁ, ইনি অদ্বৈতাচার্য্যই, অপর কেহ নহেন। তাই তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"হাঁ, তুমি তো অদ্বৈতাচার্য্য; তুমি এখানে কেন? আমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহাই বা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?" কর্ণপূরের নাটক (৫।১৮) একথাই বলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে ২৯ পয়ারে "হেথা কেনে" স্থলে "ইহাঁ কাঁহা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ—এখানে কিরূপে?

৩০। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—"তুমি যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন। এক্ষণে, আমার সৌভাগ্যবশতঃ তুমি গঙ্গাতীরে আসিয়াছ।"

তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন—যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই শ্রীবৃন্দাবন, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথা। শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তির বিলাসভূত স্বীয়ধাম ব্যতীত তিনি অন্য কোথায়ও থাকিতে পারেন না; পৃথিব্যাদি স্থান প্রাকৃত বলিয়া তাহাতে ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শ সম্ভব নহে; পৃথিব্যাদি তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। প্রকট-লীলাকালে যে যে স্থানে তাঁহার আবির্ভাব হয়, বা যে যে স্থানে তিনি গমন করেন বলিয়া শুনা যায়, বস্তুতঃই সেই সেই স্থানে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ স্বীয়ধামের আবেশ হয় বলিয়াই তাঁহার আবির্ভাব বা গমন সম্ভব হয়। অর্থাৎ সেই সেই স্থানে শ্রীবৃন্দাবনেরও আবির্ভাব হয়। "তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণস্বরূপ-বিভূতিত্বমবগম্যতে। * * *। অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি ধারণশক্তিস্তু নতরাম্। যত্র ক্বচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ॥১৭৪॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং প্রকটলীলায় তিনি যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেই স্থানে তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বেই চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনের আবেশ বা আবির্ভাব হয়। কর্ণপূরের নাটকোক্তির (৫।১৮) মর্ম্মও এই পয়ারের অনুরূপই।

৩১। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কথায় প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল, তাঁহার আবেশ ছুটিয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি গঙ্গাতীরেই উপস্থিত—যমুনাতীরে নহেন। তাই নিত্যানন্দকে একটু ওলাহন দিতে লাগিলেন। কর্ণপূরও এইরূপই লিখিয়াছেন; নাটক। ৫।১৯।

৩২-৩৪। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনার মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে পশ্চিমপার্শ্বে যমুনা, পূর্ব্বপার্শ্বে গঙ্গা; প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাধারার সহিত যমুনাধারাও মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে—এই ধারণা মনে

গঙ্গায় যমুনা বহে—হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে—পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৩
পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাহাঁ কৈলে স্নান।
আর্দ্র-কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৪
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৫
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুকারুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক ॥ ৩৬
এত বলি নৌকায় চঢ়াই নিল নিজঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৩৭
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৩৮
তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপাত্রোপরি ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাখিয়াই শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"প্রভো! শ্রীনিত্যানন্দের কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে; গঙ্গার সহিত যমুনার ধারা মিশ্রিত আছে—পশ্চিমে যমুনাধারা, পূর্ব্বে গঙ্গাধারা। তুমিও গঙ্গার পশ্চিমেই স্নান করিয়াছ; সুতরাং যমুনাধারাতেই তোমার স্নান করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ভিজা কৌপীন ছাড়িয়া শুষ্ক কৌপীন পর।" **আর্দ্র**—ভিজা। কৌপীনের কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন। নাটক। ৫।২০ ॥

৩৫। **ভিক্ষা**—আহার; সন্ন্যাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। **মোর বাস**—আমার গৃহে। **বাস**—আবাস, গৃহ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে এপর্য্যন্ত তিন দিন সময় অতিবাহিত হইয়াছে; এই তিনদিন প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না—আহার নিদ্রাও ছিল না; শ্রীনিত্যানন্দাদিরও আহার-নিদ্রা ছিল না। তিন দিন উপবাসের কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন। নাটক। ৫।১৪,১৯ ॥

"প্রেমাবেশে তিনদিন আছ" স্থলে "তিন চারি দিবস করিয়াছ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৩৬। **মুঞি করিয়াছোঁ**—আমি করিয়াছি। **শুকা**—শুষ্ক, নীরস। **রুখা**—রুক্ষ; তৈল ও ঘৃতাদিশূন্য। **সূপ**—ডাইল। ব্যঞ্জনমধ্যে কেবল একটা ডাইল ও একটা শাক পাক করিয়াছি, তাহাতে আবার তৈল বা ঘৃত দিতে পারি নাই। এসব দৈন্য বাক্য।

৩৭। **পাদপ্রক্ষালন কৈল**—ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুই মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন; সন্ন্যাসীর পাদ-প্রক্ষালন গৃহস্থের ধর্ম্ম; এইজন্যই মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে পাদ-প্রক্ষালন করিতে দিয়াছিলেন।

অন্যরূপ অর্থও সম্ভব। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর সতীর্থ (গুরু-ভাই); এই লৌকিক-সম্পর্কে অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর গুরুতুল্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্মের আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন; তিনি যে তাঁহার গুরুপর্য্যায়ভুক্ত অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় পাদ-প্রক্ষালন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। এই পরিচ্ছেদেই একটু পরে দেখা যায়, ভোজনের পরে আচার্য্য যখন প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন প্রভু সঙ্কোচিত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন—নিষেধের কারণও এই যে, অদ্বৈত-প্রভু তাঁহার গুরুতুল্য। পরমানন্দ-পুরী-গোস্বামীও ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ছিলেন বলিয়া প্রভু (নীলাচলে অবস্থানকালে) পুরী-গোস্বামীকে গুরুবৎ মান্য করিতেন। মহাপ্রভু সকল সময়ে যেরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে অদ্বৈত-প্রভুদ্বারা পাদ-প্রক্ষালন করাইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। "পাদ-প্রক্ষালন কৈল" শব্দের অর্থ—"অদ্বৈত প্রভু অপরের দ্বারা মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিলেন (যেমন অপরের দ্বারা নৌকা বাহিয়া প্রভুকে বাড়ীতে আনিলেন)" অথবা "প্রভু স্বয়ং আনন্দ অন্তরে পাদ প্রক্ষালন করিলেন" এইরূপও হইতে পারে। নৌকার কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন।

৩৮। **আচার্য্যাণী**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী। **বিষ্ণুসমর্পণ কৈল**—বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন; কিরূপে ভোগ সাজাইয়াছিলেন, তাহা ৩৯—৫৪ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

৩৯-৪০। **তিন ঠাঁই**—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই তিনের জন্য তিন পাত্রে। **ধাতু-পাত্রে**—

বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়াপাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভালমতে ॥ ৪০
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥৪১
বাস্তুক-শাক-পাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ডবড়ী মানকচু আর ॥ ৪২
চই-মরীচ সুক্তা দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৪৩
কোমল-নিম্বপত্র-সহ ভাজাবার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ৪৪
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বর্ণাদি নির্ম্মিত পাত্রে। **বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলা**—বত্রিশ-কাঁদিযুক্ত কলার ছড়া যে আঁঠিয়া-কলাগাছে জন্মে। এই কলার পাতা খুব বড় হয়। **আঁঠিয়া-কলা**—এঠে কলা, যে কলায় স্বভাবতঃ বীচি হয়। **আঙ্গটীয়া পাতে**—কলার পাতার অগ্রভাগের অখণ্ড-অংশকে আঙ্গটীয়া পাত বলে; কোন কোন দেশে ইহাকে "আগ্‌দা পাত" বলে। **দুই ঠাঁই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্য দুই স্থানে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ ধাতুপাত্রে এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ কলাপাতায় সাজাইলেন; ইঁহারা সন্ন্যাসী বলিয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার করিবেন না।

৪১। **মধ্যে**—ভোগপাত্রের মধ্যস্থলে। **পীতঘৃতসিক্ত**—পীতবর্ণ ঘৃতদ্বারা সিক্ত (আর্দ্র বা ভিজা); অন্নস্তূপের উপরে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দেওয়া হইয়াছিল। অথবা ঘৃতে মাখা অন্ন দিয়াই ভোগ সাজাইয়াছিলেন। **পীত ঘৃত**—পীতবর্ণ (হলুদে রঙ্গের) ঘৃত, খুব ভাল গব্য ঘৃতের এইরূপ বর্ণ হয়॥ **শাল্যন্ন**—উত্তম শালি-চাউলের অন্ন। **ডোঙ্গা**—ঠোঙ্গা। **মুদ্গসূপ**—মুগডাইল। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যঞ্জনের ও অন্যান্য উপকরণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৪২-৪৩। **বাস্তুক-শাক**—বেতুয়া-শাক। **বিবিধ প্রকার**—বিবিধ প্রকারে বেতুয়া-শাক পাক করিলেন; বেতুয়া-শাকের নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। অথবা, **বাস্তুক-শাক**—বাস্তু (বসতবাটী) সম্বন্ধীয় শাক; গৃহজাত শাক। নিজ বাড়ীতে যে নানাপ্রকার শাক জন্মিয়াছিল, সে সমস্ত শাকের ব্যঞ্জন পাক করিলেন। **কুষ্মাণ্ড**—কুমড়া। **চই-মরিচ**—চই একরকম লতা, খাইতে ঝাল। মরিচ—গোল মরিচ। "চই-মরিচ"-স্থলে "রাই-মরিচ"পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। রাই—একরকম সরিষা। **সুক্তা**—নালিতাপাতা বা হেলঞ্চপাতাদির তিক্তসংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশেষ। **দিয়া ফল মূলে**—কাঁচা কলাদি ফল, মূলকাদি মূল দিয়া (সহযোগে)। কাঁচাকলা, মূলা, আলু প্রভৃতির সঙ্গে চই, গোলমরিচ প্রভৃতি দিয়া নালিতার বা হেলঞ্চের পাতা বা তদ্রূপ অন্য কোনও তিক্তদ্রব্য সহযোগে সুক্তা ব্যঞ্জন পাক করা হইয়াছিল। অন্বয়—ফল মূল দিয়া চই-মরিচের সুক্তা। আর কোনও কোনও গ্রন্থে "সুক্তা"—স্থলে "শূক্তা"—পাঠ আছে। শূক্তা আচার। "কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানিচ। যত্তদ্দ্রব্যেঽভিসূয়ন্তে তচ্ছূক্তমভিধীয়তে॥ কন্দ, মূল, কি ফল ইহাদের সহিত তৈল ও লবণ যোগ করিলে যে দ্রব্য হয়, তাহাকে বলে শূক্ত বা আচার। শব্দকল্পদ্রুম।" চই (বা সর্ষপ) এবং মরিচ (লঙ্কামরিচ) সংযোগে নানাবিধ ফল ও মূলের আচার—ইহাই "চই-মরিচ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের অর্থ। **অমৃত-নিন্দক**—স্বাদে অমৃতকেও নিন্দা করে যাহা; অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদ। **পঞ্চবিধ তিক্তঝালে**—পাঁচপ্রকারের তিক্ত ও পাঁচপ্রকারের ঝাল। নিমপাতা, হেলঞ্চ, পলতাপাতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যযোগে পাঁচপ্রকারের ব্যঞ্জন এবং অন্য পাঁচপ্রকারের ঝাল তরকারী। এই ব্যঞ্জনগুলি অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদ হইয়াছিল। **বার্ত্তাকী**—বেগুন। **কোমল নিম্বপত্র** ইত্যাদি—কচি নিমপাতা সহ বেগুন ভাজা। আর পটোল ভাজা, ফুলবড়ী ভাজা, কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) ভাজা এবং মানচাকী (চাকাচাকা মানকচুর খণ্ড) ভাজা।

৪৫। **নারিকেল শস্য**—নারিকেলের শাস; নারিকেল। **ছানা**—দুগ্ধজাত দ্রব্য বিশেষ। **শর্করা**—চিনি। কোনও কোনও গ্রন্থে "শর্করা"-স্থলে "শাকরা"-পাঠ আছে; "শাকরা"—এক রকম মিষ্ট ব্যঞ্জন। **মধুর**—

মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল—লোকে যত হয়॥ ৪৬
মুদ্গবড়া কলাবড়া মাষবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥ ৪৭
বত্রিশা আঁঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড়বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা—অতি বড় দৃঢ়॥ ৪৮
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥৪৯
দুইপাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ—কহিতে না পারি॥ ৫০
সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিনপাত্রে ঘনাবর্ত্তদুগ্ধ দিলা ধরি॥ ৫১
দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকি।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি॥ ৫২
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥ ৫৩
তিন শুভ্রপীঠ—তার উপরে বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন॥ ৫৪
আরতি কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সভে আসি আরতি দেখিল॥ ৫৫
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইলা শয়ন।
আচার্য্যগোসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন॥ ৫৬
গৃহের ভিতরে প্রভু! করুন গমন।
দুইভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥ ৫৭
মুকুন্দ-হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
জোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুস্বাদ। নারিকেল, ছানা-ইত্যাদি যোগে সুস্বাদ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। **মোচাঘণ্ট**—কলার মোচার ঘণ্ট। **দুগ্ধকুষ্মাণ্ড**—দুগ্ধ দিয়া কুমড়া পাক।

৪৬। **মধুরাম্ল**—মিষ্ট অম্বল। **বড়াম্ল**—বড়াযোগে অম্বল। **অম্ল পাঁচ ছয়**—পাঁচ ছয় রকমের অম্বল। **লোকে যত হয়**—লোকের মধ্যে যত রকমের ব্যঞ্জন প্রচলিত আছে।

৪৭। **মুদ্গবড়া**—মুগডাইলের বড়া। **মাষবড়া**—মাষকলাইয়ের বড়া। **কলাবড়া**—কলা দিয়া প্রস্তুত বড়া, তাহা মিষ্ট। **ক্ষীরপুলী**—ক্ষীরের পুলী পিঠা। **নারিকেল যত** ইত্যাদি—নারিকেল যোগে যত রকমের উত্তম পিঠা করা যায়, তৎসমস্ত।

৪৮। **বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলা**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ডোঙ্গা বড় বড়**—বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলার খোলা দ্বারা প্রস্তুত বড় বড় ডোঙ্গা। **চলে হালে নাহি**—নড়ে চড়ে না বা হেলিয়া পড়ে না। **অতি বড় দৃঢ়**—অত্যন্ত শক্ত। "দৃঢ়" স্থলে "দঢ়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ একই—দৃঢ়, শক্ত।

৫০-৫১। **মৃৎকুণ্ডিকা**—মাটীর ভাণ্ড। **সঘৃত পায়স**—ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন। **ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ**—যে দুগ্ধ জাল দিতে দিতে খুব ঘন হইয়া গিয়াছে; ঘন দুগ্ধের গন্ধ ও স্বাদ অতি মধুর।

৫২। **দুগ্ধচিড়া**—দুধে ভিজান চিড়া। **দুগ্ধ-লকলকি**—দুগ্ধের দ্বারা প্রস্তুত একরকম পিঠা। **না শকি**—শক্তি নাই।

৫৪। **শুভ্রপীঠ**—শুভ্র বসিবার আসন। **বসন**—কাপড়। বসিবার আসনগুলি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫৫। **আরতির কালে**—ভোগের পরে, ভোগারতির সময়ে। **দুই প্রভু**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে।

৫৭। **দুই ভাই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।

৫৮। **মুকুন্দ হরিদাস দুই**—মুকুন্দ ও হরিদাস এই দুইজনকে প্রভু (মহাপ্রভু) ডাকিলেন, ভোজনের নিমিত্ত। হরিদাসঠাকুরও তখন শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে ছিলেন।

মুকুন্দ কহে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে॥ ৫৯
হরিদাস কহে—মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥ ৬০
দুইপ্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর—॥ ৬১
'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন!
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ॥' ৬২
প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য॥ ৬৩
প্রভু কহে—বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে—আমি করিব পরিবেশন॥ ৬৪
কোন স্থানে বসিব?—আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি, তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥ ৬৫
আচার্য্য কহে—বৈস দোঁহে পীড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥ ৬৬
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ?॥ ৬৭
আচার্য্য কহেন—ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৯। **কৃত্য নাহি সরে**—নিত্যকৃত্য কিছুই করা হয় নাই; সুতরাং এখন আহার করিব না। **পাছে**—তোমাদের পরে। **যাহ ঘরে**—আহারের নিমিত্ত ঘরে যাও।

৬০। মুসলমানের ঘরে জন্ম বলিয়া দৈন্য করিয়া শ্রীমন্ হরিদাস নিজেকে অধম পাপিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ঘরে যাইয়া আহার করিতেও অনিচ্ছুক।

৬১। **আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত। **আনন্দ অন্তর**—বিবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগান হইয়াছে বলিয়া মহাপ্রভুর অন্তরে আনন্দ হইল, নিজে উপাদেয় বস্তু আহার করিতে পাইবেন বলিয়া আনন্দ নহে।

৬৩। **প্রভু জানে** ইত্যাদি—মহাপ্রভু মনে করিয়াছেন, তিনটী ভোগই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হইয়াছে। **মনঃ কথা**—মনের গোপনীয় কথা। **বেদ্য**—জানিবার যোগ্য। **আচার্য্যের** ইত্যাদি—আচার্য্যের মনের গোপনীয় কথা প্রভু জানিতে পারেন নাই। আচার্য্য কেবল ধাতুপাত্রস্থিত নৈবেদ্যই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছেন, কলাপাতার নৈবেদ্য দুইটী অনিবেদিত ছিল। মহাপ্রভু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন তাঁহার বড় ভাই শ্রীবলদেব। শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত ভোগ মহাপ্রভুকে দিলে প্রভুকে প্রভুর নিজের উচ্ছিষ্টই দেওয়া হয়—ইহা সঙ্গত নহে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীনিত্যানন্দকে দিলেও ছোট ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট বড় ভাইকে দেওয়া হয়—ইহাও সঙ্গত নহে। এসমস্ত ভাবিয়াই শ্রীঅদ্বৈত দুই ভোগ অনিবেদিত রাখিয়াছেন। এসমস্ত ভাবনাই আচার্য্যের মনঃকথা।

৬৭। প্রভু বলিলেন—"নানাবিধ সুস্বাদু উপকরণ খাওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে উচিত নহে; তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া উঠে—ইন্দ্রিয়-সংযম হয় না।" **ইন্দ্রিয়বারণ**—ইন্দ্রিয়-সংযম।

৬৮। **চুরি**—প্রচ্ছন্নতা; আত্মগোপনের ইচ্ছা। "চুরি" স্থলে "চাতুরী" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **ভারি-ভুরি**—চালাকী, ভিতরের কথা।

সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ঝঞ্ঝাটে সাধন-ভজনের অভিপ্রায়ে মায়িক জীবই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে; মায়াধীশ স্বয়ংভগবানের সংসার-বন্ধন নাই, সংসার-মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনাদিও নাই, সন্ন্যাসেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজনই তাঁহার নাই, ইন্দ্রিয়-সংযমের কথাও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না; কারণ, তিনি মায়াধীশ আত্মারাম। কতকগুলি নিন্দুক-লোকের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তিনি সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়াছেন (১।১৭।২৫৮); ইহা তাঁহার লীলামাত্র; লোকে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সে সন্ন্যাস নহে, সে সন্ন্যাসের বেশমাত্র তিনি ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে কপট সন্ন্যাসীও বলা হয়, যেহেতু তাঁহার সন্ন্যাস কপটতা—আত্মগোপনের প্রয়াস—মায়াধীশ ভগবান্ হইয়া, সাধন-

ভোজন করহ, ছাড় বচনচাতুরী।
প্রভু কহে—এত অন্ন খাইতে না পারি॥ ৬৯
আচার্য্য বোলে—অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে নার, পাতে রহিবেক আর॥ ৭০
প্রভু কহে—এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥ ৭১
আচার্য্য কহে—নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
এক একবারে অন্ন খাও শতশত ভার॥ ৭২
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥ ৭৩
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড় চাতুরী প্রভু! করহ ভোজন॥ ৭৪
এত বলি জল দিল দুইগোসাঞির হাথে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥ ৭৫
নিত্যানন্দ কহে—কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥ ৭৬
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে॥ ৭৭
আচার্য্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও কভু উপবাসী॥ ৭৮
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন॥ ৭৯
নিত্যানন্দ কহে—যবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন॥ ৮০
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত—॥ ৮১
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে?॥ ৮২
তুমি খাইতে পার দশ-বিশ চাউলের অন্ন।
আমি তাহাঁ কাহাঁ পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ?॥ ৮৩
যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন, তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করহ—না ছড়াইহ ঝুট॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভজনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়াও সাধন-ভজন-প্রয়াসী সন্ন্যাসী-মানুষ বলিয়া সাধারণ লোকের নিকটে পরিচিত হওয়ার প্রয়াসরূপ কপটতামাত্র। শ্রীঅদ্বৈত এসমস্ত অবগত আছেন বলিয়াই বলিতেছেন—"আমি জানি সব" ইত্যাদি।

৭১। পাতে উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ রাখিয়া যাওয়া সন্ন্যাসের নিয়মবিরুদ্ধ।

৭২। **নীলাচলে**—শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীজগন্নাথরূপে। দিবারাত্রির মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের চুয়ান্নবার ভোগ লাগে; প্রতিবারে বহুশত ভার অন্নের ভোগ দেওয়া হয়; তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ৭২।৭৩ পয়ারের উক্তি বলিয়াছেন।

৭৩। নীলাচলে এক এক বারের ভোগে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পরিমাণ অন্ন লাগে, তাহার তুলনায় তিনজন মানুষের ভক্ষ্য অন্ন শ্রীজগন্নাথের একগ্রাসের সমান মাত্র।

ভক্ষ্যপিণ্ড—ভক্ষ্যরাশি; তিন জনে যে অন্ন খাইতে পারে, তাহাতে তোমার মাত্র একগ্রাস হয়। **তার লেখায়**—সেই হিসাবে। **পঞ্চগ্রাস**—ভোজনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটী গ্রাস গ্রহণ করেন তাহা।

৭৬-৭৭। এই দুই পয়ারের মর্ম্ম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিহাসোক্তি।

৭৮-৭৯। এই দুই পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি। **তৈর্থিক সন্ন্যাসী**—যে সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন, সুতরাং সকল সময় যাঁহার আহার জুটে না। **মুষ্ট্যেক অন্ন**—মুষ্টি এক (একমুষ্টি) অন্ন। **লোভমন**—মনের লোভ।

৮২-৮৪। এই তিন পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি। অবধূত—সন্ন্যাসাশ্রমী (শব্দকল্পদ্রুম)। অবধূত চারি রকমের; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ রকমের অবধূতকে পরমহংস বলে; পরমহংস-অবধূত স্ত্রীসঙ্গ করেন না, পরিগ্রহ করেন না, কোনও বিধিনিষেধও মানেন না, স্বজাতিচিহ্নাদিও ধারণ করেন না; তিনি সর্ব্বদা নিঃসঙ্কল্প, নিরুদ্যম, আত্মভাবে সন্তুষ্ট, শোক-মোহ-বর্জ্জিত, বাসস্থানশূন্য, তিতিক্ষু, নিঃসঙ্গ, নিরুপদ্রব। "হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধত্তে

এই মত হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৫
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুন করেন পূরণ।
এইমত পুনঃপুন পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৬
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু কহেন—আর কত করিব ভোজন? ॥৮৭
আচার্য্য কহে—যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥ ৮৮
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৮৯
নিত্যানন্দ কহে—মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ ৯০
এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯১
ভাত দুই-চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥ ৯২
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৩
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি—সহজে পাগল ॥ ৯৪
আপন-সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে? ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

পরিগ্রহম্। প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥ ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি-কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্। তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥ সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ। নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃসঙ্গো নিরুপদ্রবঃ॥ নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা। মুক্তো বিমুক্তো নির্দ্বন্দ্বোহংসাচারপরো যতিঃ॥—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্রবচনম্।" (২।১২।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অবধূত পরমহংস শ্রীনিত্যানন্দ বিধিনিষেধ, ধ্যানধারণা, স্বজাতিচিহ্নাদি ধারণাদির অতীত ছিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত পরিহাস পূর্ব্বক তাঁহাকে **ভ্রষ্ট অবধূত** বলিয়াছেন।

দশবিশ—বিশ সেরে এক শলী, দশ শলীতে এক বিশ হয়। সুতরাং দুইশ সেরে অর্থাৎ পাঁচমণে একবিশ হয়, এরূপ দশবিশ চাউলের অর্থাৎ পঞ্চাশ মণ চাউলের অন্ন তুমি খাইতে পার। শ্রীনিত্যানন্দকে বলদেব মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একথা বলিয়াছেন।

ঝুট—উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট ছড়াইওনা। কেহ কেহ বলেন, "না ছড়াইহ ঝুট" এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত উচ্ছিষ্ট ছড়াইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দকে ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিলেন। এই উক্তিতে যে উচ্ছিষ্ট ছড়ানের ইচ্ছা শ্রীনিতাইয়ের মনে জাগিল, ইহা বোধ হয় ঠিক।

৮৫-৮৫। **প্রভু**—মহাপ্রভু। **ছাড়েন ব্যঞ্জন**—ব্যঞ্জনের ডোঙ্গা ত্যাগ করেন; যে ডোঙ্গার ব্যঞ্জন অর্দ্ধেক খাওয়া হয়, সেই ডোঙ্গা হইতে খাওয়া বন্ধ করেন। **সেই ব্যঞ্জনে**—যে ডোঙ্গায় যে ব্যঞ্জন ছিল, সেই ডোঙ্গা আবার সেই ব্যঞ্জন দিয়া পূর্ণ করিলেন।

৮৯। **দোনা**—ডোঙ্গা। **প্রার্থন**—সেই ব্যঞ্জন পুনরায় ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন।

৯০। এই পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের পরিহাসোক্তি।

৯১। **উঝালি**—ছড়াইয়া। **যেন ক্রুদ্ধ হইয়া**—দেখিলে মনে হয় যেন খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হন নাই; কৌতুক করিয়া এরূপ করিতেছেন।

৯৩। "অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের উচ্ছিষ্ট আমার গায়ে লাগিল, তাহাতে আমি পবিত্র হইলাম"—এই ঢঙ্গে (রঙ্গে)—এই আনন্দে শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৯৪-৯৫। শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি বা ব্যাজস্তুতি এই দুই পয়ার।

তোর জাতিকুল নাহি—পরমহংসাশ্রমী অবধূত বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বিধিনিষেধের ও সাম্প্রদায়িক চিহ্নাদির

নিত্যানন্দ কহে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুটা' কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ ॥৯৬
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ৯৭
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম ॥ ৯৮
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন ॥ ৯৯
লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরীসহ দিল মুখ বাস ॥ ১০০
সুগন্ধি-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধিপুষ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে ॥ ১০১

আচার্য্য করিতে চাহে পাদসংবাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন—॥ ১০২
বহু নাচাইলে আমায়, ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥ ১০৩
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন, যে আছিল মনে ॥১০৪
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৫
'হরিহরি' বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥ ১০৬
গৌর দেহ-কান্তি—সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্র-কান্তি তাতে করে ঝলমল ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অতীত ছিলেন; তাই শ্রীঅদ্বৈত পরিহাস পূর্ব্বক বলিয়াছেন—তাঁহার জাতিকুল নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা, শ্রীনিতাইয়ের ঈশ্বরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই একথা বলা হইয়াছে—ঈশ্বরের জাতিকুলাদি থাকিতে পারে না। **সহজে পাগল**—স্বভাবতঃই উন্মত্ত, প্রেমোন্মাদ। **আপন সমান**—তোমার নিজের তুল্য জাতি-কুলাদির বিচারহীন ও প্রেমোন্মাদ। **বিপ্র বলি** ইত্যাদি—ব্রাহ্মণদের নিকটে বাহ্যিক আচারই বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, শ্রীঅদ্বৈত যেন এইরূপ ইঙ্গিতই করিতেছেন। অথবা, পরিহাসপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমার মর্য্যাদাও তুমি রাখিলেনা; আমার গায়েও উচ্ছিষ্ট দিলে! ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে পাপ হয়, সে-ভয়ও করিলেনা!"

৯৭। ইহাও পরিহাসোক্তি।

৯৮। **নাশিল**—নষ্ট করিল। **স্মৃতিধর্ম্ম**—মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারমূলক ধর্ম্ম। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার। শ্রীনিতাই প্রসাদান্ন ছড়াইয়াছেন; সাধারণ লোক মনে করিবে, তিনি উচ্ছিষ্টই ছড়াইয়াছেন; উচ্ছিষ্ট ছড়ান স্মৃতিসম্মত আচারের বিরোধী। সাধারণ লোকের এই ধারণাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত এস্থলে পরিহাস-পূর্ব্বক বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী নাশিলে ইত্যাদি।

১০০। **রসবাস**—কবাব চিনি। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধি; অথবা মুখের সুবাস (সুগন্ধ)-সাধক দ্রব্য। পানের পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, এলাচি, কবাবচিনি ও তুলসীমঞ্জরী দিলেন।

১০১। **কলেবরে**—দেহ, শরীর।

১০২। **পাদসংবাহন**—পা টিপন। **সঙ্কোচিত হঞা** ইত্যাদি—অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরু-শ্রীঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ (গুরু-ভাই), এজন্য তাঁহার পাদ-সম্বাহনের কথায় প্রভু সঙ্কোচিত হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৪। **দুইজনে**—মুকুন্দ ও হরিদাস, এই দুইজনকে। যে আছিল মনে—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রসাদ ভোজন করিলেন।

১০৭। এই পয়ারে প্রভুর সন্ন্যাস-রূপের বর্ণনা করা হইতেছে। **গৌর দেহ-কান্তি**—প্রভুর দেহ-কান্তি (শ্রীঅঙ্গের বর্ণ বা জ্যোতিঃ) গৌর বর্ণ। **অরুণ বস্ত্র-কান্তি**—বস্ত্রের কান্তি (পরিধানের কাপড়ের—কৌপীন ও বহির্ব্বাসের কান্তি বা বর্ণ) অরুণ (ঈষৎ লোহিত)। **তাতে**—গৌরবর্ণ দেহে।

আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১০৮

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন—প্রভু করেন দর্শন ॥ ১০৯

নিত্যানন্দগোসাঞি বুলেন আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পছে নাচে হরষিত হৈয়া ॥ ১১০

ধানশ্রী রাগ

"কি কহব রে সখি! (আজুক) আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥" ১১১

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ১১২

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিরা প্রভুরে বোলেন বচন—॥ ১১৩

অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছোঁ এবে—রাখিব বান্ধিয়া ॥ ১১৪

এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৫

প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর—নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাঢ়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৮। **নাহি সমাধান**—লোকের আসা যাওয়া শেষ হয় না। **লোকের সংঘট্ট**—বহুলোকের সমারোহ।

১১০। **বুলেন**—ভ্রমণ করেন। **আচার্য্য**—অদ্বৈত আচার্য্য। প্রেমে বিহ্বল হইয়া আচার্য্য পাছে ভূমিতে পতিত হইয়া আঘাত পান, এই আশঙ্কায় শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১১১। **কি কহব**—কি বলিব। **আজুক**—আজিকার। **ওর**—সীমা। **আনন্দওর**—আনন্দের সীমা। **চিরদিনে**—বহুকাল পরে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত আনন্দ-ভরে বলিয়াছিলেন—"বহুদিনের পরে আমার প্রাণবল্লভ আজ আমার মন্দিরে আসিয়াছেন; হে সখি! আজ আমার আনন্দের আর সীমা নাই।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও মহাপ্রভুকে পাইয়া ঐ ভাবে এই পদটী গান করিয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন।

অথবা, সন্ন্যাসের পরেই শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিরহ-বেদনা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে—প্রভুকে কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মনে করিয়া তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যেই—শ্রীঅদ্বৈত এই পদটী গান করিয়াছিলেন।

১১২। স্বেদ-কম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৩। মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতিহীন হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন।

১১৪। প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি এই পয়ার। **ভাণ্ডিয়া**—ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করিয়া; আত্মগোপন করিয়া। **বান্ধিয়া**—প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া। শ্রীঅদ্বৈতের উক্তির মর্ম্ম এই:—"আজ চব্বিশ বৎসর হইল তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তুমি আত্মগোপন করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছ, তোমাকে ধরিবার সুযোগ দাও নাই। আজ ঘরে পাইয়াছি, তোমাকে আর ছাড়িয়া দিবনা।" এসব প্রীতির কথা।

১১৬। **প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য**—প্রেমাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা। অথচ, **নাহি কৃষ্ণ সঙ্গ**—কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইতেছে না।

প্রভুর—মহাপ্রভুর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর মন পূর্ব্ব হইতেই বিহ্বল; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা; অথচ মিলনও হইতেছে না; তাই উৎকণ্ঠা আরও দিন দিন বাড়িতেছে; কোনও রকমে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতের মুখে "কি কহব" ইত্যাদি পদ শুনিয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ছুটিয়া গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বিরহের জ্বালা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সংবরিলা ॥১১৭
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১১৮
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১১৯
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদবচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ ১২০

তথাহি পদম্ ॥

"হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ধ্রু ॥ ১২১
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ্।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ্ তাহাঁ উড়ি যাঙ্" ॥১২২
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর-স্বরে।
শুনিঞা প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥ ১২৩
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥ ১২৪
জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা—শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১১৭। **ব্যাকুল হইয়া**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া। **গোসাঞি দেখিয়া**—মহাপ্রভু প্রেমের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া। **সংবরিলা**—বন্ধ করিলেন।

১১৮। **ভাবের সদৃশ**—প্রভুর হৃদয়স্থিত ভাবের অনুরূপ। মুকুন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১১৯। **আচার্য্য উঠাইল** ইত্যাদি—প্রভু উঠিয়া নৃত্য করুন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। **পদ শুনি** ইত্যাদি—কিন্তু মুকুন্দের মুখে স্বীয় ভাবের অনুকূল পদ শুনিয়া প্রভুর প্রেমের উচ্ছ্বাস এতই বাড়িয়া গেল যে এবং তজ্জন্য তিনি এতই অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইল। নিম্নোদ্ধৃত "হাহা প্রাণপ্রিয় সখি"—ইত্যাদি পদই মুকুন্দ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১২০। প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল; প্রেমাবেশে তিনি কখনও উঠিয়া দাঁড়ান, কখনও বা আবার মাটীতে পড়িয়া যান, কখনও বা রোদন (ক্রন্দন) করিতে থাকেন।

১২১-২২। শ্রীমুকুন্দের পদটীর মর্ম্ম এইরূপ। কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা শ্রীরাধা তাঁহার অন্তরঙ্গা কোনও সখীকে বলিতেছেন ঃ—"হা হা প্রাণপ্রিয় সখি! আমার এ কি হইল! কানুর বিরহানলে দেহ ও মন জ্বলিয়া যাইতেছে; রাত্রিদিন সর্ব্বদাই আমার চিত্ত যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, আমি একটুও সোয়াস্তি পাইতেছিনা। কি করিব সখি? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে কানুকে পাইব---বলিয়া দাও সখি, আমি সেখানে উড়িয়া যাইব।" **প্রাণপ্রিয় সখি**—প্রাণের তুল্য প্রিয় সখী। **কানু**—শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার আদরের নাম কানু। **কানুপ্রেমবিষে**—কৃষ্ণপ্রেমের বিষে; কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায়। **তনু-মন**—দেহ ও মন। **জরে**—জর্জ্জরিত হইতেছে, বিষে। **সোয়াস্তি**—স্বাস্থ্য, সান্ত্বনা। **না পাঙ**—পাই না।

১২৩। **চিত্ত অন্তর বিদরে**—চিত্তের অন্তর (চিত্তের অন্তস্তল পর্য্যন্ত) বিদীর্ণ হয়। "চিত্ত বিদরে অন্তরে"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—অন্তরে (হৃদয়ের মধ্যে) চিত্ত বিদীর্ণ হয়।

১২৪। **বিষাদামর্ষ**—বিষাদ ও অমর্ষ। ২।২।৬৫ ত্রিপদীতে নির্ব্বেদ, ২।২।২৫ ত্রিপদীতে বিষাদ, ২।২।৫৪ ত্রিপদীতে অমর্ষ ও দৈন্য, ২।২।৫২ ত্রিপদীতে চাপল্য এবং ২।২।৫৬ ত্রিপদীতে গর্ব্বের লক্ষণ দ্রষ্টব্য (টীকায়)। **যুদ্ধকরে**—পরস্পর মর্দ্দনাদিদ্বারা ভাবশাবল্যাদি জন্মাইয়া প্রভুর দেহ-মনকে অভিভূত করে। **ভাবসৈন্য**—নির্ব্বেদাদি ভাবরূপ সৈন্য; নানাবিধ সঞ্চারিভাব।

১২৫। **ভাবের প্রহারে**—ভাবসমূহের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে। **শ্বাস নাহিক শরীরে**—ইহা প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৬
'বোল বোল' বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১২৭
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥ ১২৮
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥ ১২৯
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩০
তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হইয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিলা ধরিয়া ॥ ১৩১
আচার্য্যগোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩২
এইমত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥ ১৩৩
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চঢ়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥ ১৩৪
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা—হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৫
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন ॥ ১৩৬
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥ ১৩৭
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৬। **চিন্তিত হৈল**—নাসায় শ্বাস ছিল না বলিয়া চিন্তিত।

১২৭। **বোল বোল**—"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি"—ইত্যাদি পদ আরও গাও। **বুঝন না যায়** ইত্যাদি—প্রবল ভাব-তরঙ্গ বুঝা যায় না; কখন কিরূপে যে কোন্ ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়, তাহা বুঝা যায় না।

১২৮। ভাবাবেশে পাছে প্রভু পড়িয়া যান, এই ভয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন, আর তাঁহাদের পাছে পাছে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছেন।

১২৯। **হর্ষ**—২।২।৬৫ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০। "তিন দিন" স্থলে "পঞ্চ দিন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৩।৩ এবং ২।৩।৭৬ পয়ার অনুসারে "তিন দিন" পাঠই সঙ্গত। **উদ্দণ্ড নৃত্য**—ভাবাবেশে উর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য।

তিনদিন উপবাসের পরে ভোজন করিয়া তাহার পরেই এত দীর্ঘকাল নৃত্য করাতে প্রভুর অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মিয়াছিল।

১৩১। কিন্তু প্রেমজনিত ভাবের অবেশে প্রভু তাঁহার ক্লান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ক্লান্তি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, আর নৃত্য করিতে দিলেন না।

১৩৩। **একরূপ করি**—প্রথম দিনে যে ভাবে প্রভুকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং যে ভাবে কীর্ত্তনানন্দ দান করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই দশদিন পর্য্যন্ত ভোজন ও কীর্ত্তনের আনন্দ দিয়া প্রভুর তুষ্টি বিধান করা হইয়াছিল।

১৩৪। ১৩২ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **প্রভাতে**—যে দিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহার পরের দিনের প্রভাতে। **দোলায় চঢ়াইয়া**—শচীমাতাকে দোলায় বা পাল্কীতে চঢ়াইয়া।

১৩৫। **সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ**—সমৃদ্ধ সঙ্ঘট্ট; বিপুল জনসঙ্ঘ; খুব বেশী লোকের সমাগম।

১৩৬। **আচার্য্য**—আচার্য্যরত্ন, চন্দ্রশেখর আচার্য্য। মহাপ্রভু নৃত্য করিয়া করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন, এমন সময় শচীমাতাকে লইয়া আচার্য্যরত্ন শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

১৩৭। **শচী-আগে**—শচীদেবীর সম্মুখভাগে।

১৩৮। **দোঁহার**—শচী ও মহাপ্রভুর। **কেশ**—মাথার চুল; সন্ন্যাসের সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল বলিয়া প্রভুর মাথায় কেশ ছিল না।

অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৩৯
কান্দিয়া কহেন শচী—বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪০
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে, মোর হইবে মরণ ॥ ১৪১
প্রভুও কান্দিয়া বোলে—শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪২
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে—।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥১৪৩
জানি বা না জানি কৈল যগ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৪
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সে-ই ত করিব ॥ ১৪৫
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার ॥ ১৪৬
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥ ১৪৭

একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৪৮
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যগ্যপি পায় দুখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥১৪৯
শ্রীবাস রামাই বিগ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥ ১৫০
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ ১৫১
কত নাম লৈব যত নবদ্বীপবাসী।
সভারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি ॥ ১৫২
আনন্দে নাচয়ে সভে—বোলে 'হরিহরি'।
আচার্য্যমন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৩
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৪
সভাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্যগোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৫
আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে—পুন তৈছে হয় ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৩৯। শচীমাতা বাৎসল্যভরে প্রভুর গা মুছিয়া দিলেন, মুখে চুমা দিলেন, প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু অশ্রু তাঁহার চোখ্ ঝাপসা করিয়া দিল, ভাল করিয়া প্রভুর মুখ তিনি দেখিতে পাইলেন না।

১৪০। **বিশ্বরূপ**—শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই; তিনি অগ্রে সন্ন্যাস করেন। **নিঠুরাই**—নিষ্ঠুরতা। বিশ্বরূপের নিষ্ঠুরতার কথা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৪২-৪৪। **আই**—মাতা। **নহিব উদাস**—ভুলিব না।

১৪৭। **তবে আই লঞা**—ইহার পরে আইকে লইয়া। **অভ্যন্তর**—ঘরের ভিতরে।

১৪৯। **সৌন্দর্য্য দেখি**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মস্তক-মুণ্ডন, দণ্ডধারণ ও কষায়-বস্ত্র পরিধান করাতে প্রভু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

১৫২। **কৃপাদৃষ্ট্যে হাসে**—হাসিতে হাসিতে কৃপাদৃষ্টি করিয়া।

১৫৩। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমনে, বহু ভক্তের সমাগমে এবং সকলের মুখে অনবরত হরি-হরি-ধ্বনিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় আনন্দময় হইয়া উঠিল।

১৫৫। **ভক্ষ্য অন্ন পান**—আহারের অন্ন এবং পানীয়। **কৈল সমাধান**—সকলের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যোগাইয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

১৫৬। **অক্ষয়**—যাহার ক্ষয় নাই; যাহাতে কিছুতেই দ্রব্যের অভাব হয় না। **অব্যয়**—ব্যয় করিবা মাত্র আবার পূর্ণ হয় যাহা।

সেইদিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৫৭
দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন।
রাত্র্যে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ১৫৮
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয় ॥ ১৫৯
ঘনঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া—॥১৬০
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণু-পাশ মাগে এই বর— ॥ ১৬১
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ! ॥ ১৬২
যে-কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে ॥ ১৬৩
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইলা বিকল ॥ ১৬৪
শ্রীনিবাস-আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সভাকার মন ॥ ১৬৫
শুনি শচী সভাকারে করিল মিনতি—!
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি ? ॥ ১৬৬
তোমা-সভা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন ॥ ১৬৭
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু—সভারে এই মাগোঁ দান ॥ ১৬৮
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার—।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সভার ॥ ১৬৯
মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন—॥ ১৭০
তোমাসভার আজ্ঞা-বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭১
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭২
তোমা-সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৩
'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া—।
নিজজন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥' ১৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৭। **সেই দিন হৈতে**—যে দিন শচীমাতা গিয়াছেন, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া ॥

১৫৮। **আচার্য্যের প্রীতি**—প্রীতিপূর্ব্বক আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর সেবা। **প্রভুর দর্শন**—দর্শনেচ্ছু লোকগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর দর্শন ; প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ।

১৬১। প্রেমাবেশে প্রভু ঘন ঘন আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িতেছেন ; তাহা দেখিয়া, প্রভু অত্যন্ত ব্যথা পাইতেছেন মনে করিয়া বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি শচীমাতা রোদন করিয়া উঠিতেছেন—হায় হায় ! আমার নিমাইয়ের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল বলিয়া বিষ্ণুর নিকটে (১৬২।৬৩ পয়ারোক্তরূপ) বর প্রার্থনা করিতেছেন।

হেন বাসোঁ—এইরূপ মনে হইতেছে।

১৬২-৬৩। নিমাইয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত নারায়ণের নিকটে শচীমাতার প্রার্থনা।

১৬৪। **হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে**—নিমাইর দর্শনজনিত হর্ষ, ভূমিতে পড়িয়া ব্যথা পাইবে বলিয়া ভয়, তাঁহার মঙ্গলের জন্য বিষ্ণুর নিকটে প্রার্থনার সময়ে দৈন্য।

১৬৫। **বিপ্রভক্ত**—ব্রাহ্মণভক্ত। **ভিক্ষা দিতে**—নিজেরা পাক করিয়া আহার করাইতে। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভিক্ষা অঙ্গীকার করিবেন না মনে করিয়া অপর কেহ প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন নাই।

১৬৬। **কতি**—কোথায়। যাঁহারা নিজেদের গৃহে নিজেরা পাক করিয়া প্রভুকে আহার করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি শচীমাতার উক্তি ১৬৬-৬৮ পয়ারে।

১৭০। **বৈয়গ্র্য**—ব্যগ্রতা ; ব্যাকুলতা—প্রভুর জন্য।

কেহো যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুইধর্ম্ম ॥ ১৭৫
শুনিঞা প্রভুর এই মধুরবচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন ॥ ১৭৬
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা ॥ ১৭৭
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ ॥ ১৭৮
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়—।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৭৯
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি—বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮০
তুমি-সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন ॥১৮১
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ—সে-ই নিজসুখ মানি ॥১৮২
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন—।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা! তোমার বচন ॥ ১৮৩
ভক্তগণ প্রভু-আগে আসিয়া কহিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৪
নবদ্বীপবাসী-আদি যত লোকগণ।
সভারে সম্মান করি বলিল বচন—॥ ১৮৫
তুমি-সব লোক মোর পরম-বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি সব ॥ ১৮৬
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৮৭
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥ ১৮৮
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৮৯
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন—॥ ১৯০
নীলাচল চলিলে তুমি, মোর কোন্ গতি?।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯১
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন? ॥ ১৯২
প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্যসংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৫। **দুই ধর্ম্ম**—যাহাতে নিজ জন্মস্থানেও থাকিতে না হয়, তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, এরূপ যুক্তি কর।

১৭৯। **দুই কার্য্য**—নিমাইয়ের জন্মস্থানে থাকাও হইবে না, তাঁহার সংবাদাদির অভাবে আমাকেও ব্যাকুল হইতে হইবে না। তাঁহার সংবাদাদির অভাব হইবেনা কেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইতেছে।

১৮২। নিজের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল প্রীতির পাত্রের সুখের নিমিত্ত যে ব্যাকুলতা—ইহাই শুদ্ধা প্রীতির লক্ষণ। ১৭৪-৮২ পয়ারের উক্তির মর্ম্ম কর্ণপূরের নাটকের (৬।৭-১১) উক্তির অনুরূপই।

১৮৩। **বেদ-আজ্ঞা**—বেদবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য।

১৮৪। ভক্তগণ শচীমাতার সমস্ত কথা প্রভুর নিকটে আসিয়া জানাইলেন; শুনিয়া প্রভুও অত্যন্ত খুসী হইলেন।

১৮৬-৮৮। নবদ্বীপবাসীদের প্রতি প্রভুর উক্তি। **কৃষ্ণনাম**—কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিবে॥ **কৃষ্ণকথা**—কৃষ্ণকথার আলোচনা করিবে। **কৃষ্ণ-আরাধন**—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবে।

১৯১। **নীলাচলে যাইতে** ইত্যাদি—যবনের গৃহে জন্ম বলিয়া শ্রীল হরিদাসঠাকুর নিজকে অস্পৃশ্য অপবিত্র বলিয়া মনে করিতেন; পরম-পবিত্র তীর্থস্থল-নীলাচলে যাওয়ার তাঁহার অধিকার নাই—ইহাই তিনি মনে করিতেন, দৈন্যবশতঃ।

তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১৯৪
তবেত আচার্য্য কহে বিনতি করিয়া—।
দিন-দুই-চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥ ১৯৫
আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈতগৃহে—না কৈল গমন ॥ ১৯৬
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥ ১৯৭
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্র্যে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ১৯৮
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১৯৯
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে ॥ ২০০
শচীর আনন্দ বাঢ়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০১
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণমেলে।
বঞ্চিল কথোকদিন নানাকুতূহলে ॥ ২০২
আরদিন প্রভু কহে সবভক্তগণে—।
নিজনিজ গৃহে সভে করহ গমনে ॥ ২০৩
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৪
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৫॥
নিত্যানন্দগোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৬
এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে।
জননী-প্রবোধ করি বন্দিল চরণে ॥ ২০৭
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২০৮
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছে ত লাগিলা॥২০৯
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্টবাত—॥ ২১০
জননী প্রবোধি কর ভক্তসমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ ২১১
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্তি করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দগমন ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৪। প্রভু হরিদাসকে বলিলেন—"হরিদাস! তোমার প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীজগন্নাথের চরণে নিবেদন করিব; তাঁর কৃপায় আমি তোমাকে শ্রীক্ষেত্রে লইয়া যাইব।" **শ্রীপুরুষোত্তম**—শ্রীক্ষেত্র।

২০০। অন্বয়ঃ—প্রভুর আরাধনায় (প্রয়োজিত হইয়াছে বলিয়া) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ, ধন—সমস্তই সফল (সার্থক) হইল।

২০২। **ভক্তগণ মেলে**—ভক্তগণের মেলে (সভায়); ভক্তগণের সহিত।

২০৩। **আর দিন**—আর এক দিন; পরে এক দিন; যেদিন প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিবেন, সেই দিন।

২০৫। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে; শ্রীক্ষেত্রে।

২০৭-৮। **দিল প্রভুসনে**—প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

জননী-প্রবোধ করি ইত্যাদি—প্রভু শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন; এদিকে কিন্তু আচার্য্যের গৃহে প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণায় ক্রন্দনের রোল উঠিল।

২০৯। **নিরপেক্ষ** হৈয়া—কাহারও জন্য কোনও অপেক্ষা না করিয়া; আচার্য্যগৃহের ক্রন্দনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া।

২১০-১২। আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে পাছে পাছে আসিতেছেন দেখিয়া প্রভু একটু দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন এবং জোড় হাতে অনুনয় করিয়া বলিলেন—"আচার্য্য, ফিরিয়া যাও, আর আসিও না; যাইয়া মাকে

গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজনসাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগপথে ॥ ২১৩
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ২১৪
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২১৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-
করণাদ্বৈতগৃহবিলাসো নাম
তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রবোধ দাও, ভক্তগণকে প্রবোধ দাও; তোমার ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোক যদি এত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কেহ তো প্রাণে বাঁচিবে না।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; আর তিনি নীলাচলের পথে অগ্রসর হইলেন। **নিবৃত্তি করিয়া**—তাঁহার পাছে পাছে যাওয়া হইতে বিরত করিয়া।

২১৩। চারিজন সাথে—নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ-পণ্ডিত, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দ-দত্ত—এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। কর্ণপূরও একথাই বলেন। নাটক। ৬।১৩॥

ছত্রভোগ—সাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। বর্ত্তমান চব্বিশ-পরগণা-জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

সন্ন্যাসান্তে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কাটোয়াত্যাগের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত শ্রীলবৃন্দাবন-দাস-ঠাকুরের বিবরণ একটু অন্য রকমের। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। সন্ন্যাসগ্রহণের দিন রাত্রিতে প্রভু কাটোয়াতেই ভারতী-গোস্বামীর আশ্রমে ছিলেন। রাত্রিতে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন-সময়ে তিনি কেশব-ভারতীকে আলিঙ্গন করিলেন; ফলে ভারতীও 'হরি হরি' বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে "অরণ্যে প্রবিষ্ট মুই হইমু সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"-বলিয়া সন্ন্যাসের গুরু কেশব-ভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কেশব-ভারতীও নৃত্যকীর্ত্তন-রঙ্গে প্রভুর সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; প্রভু তাঁহাকেও সঙ্গে লইলেন। ভারতী অগ্রে, পশ্চাতে প্রভু। প্রভু বনের দিকে চলিয়াছেন। তখন চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভু বলিলেন—"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। কহিও সবারে আমি চলিলাম বনে॥" একথা বলিয়াই প্রভু চলিয়া গেলেন, আচার্য্যরত্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি নবদ্বীপে গিয়া সকলকে প্রভুর সংবাদ জানাইলেন; শুনিয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের দুঃখের আর অবধি রহিলনা। এদিকে প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন; সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ এবং কেশবভারতী। পথিমধ্যে অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া "হরে কৃষ্ণ হরে হরে" গাইতে গাইতে মত্তসিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পাছে পাছে দৌড়াইতেছেন। নৃত্যাবেশে চলিতে চলিতে প্রভু বলিলেন, তিনি বক্রেশ্বর-শিবের স্থানে নির্জ্জন বনে গিয়া থাকিবেন। সন্ধ্যা-সময়ে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইলেন, ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রহরেক রাত্রি থাকিতে প্রভু একা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরে সঙ্গিগণ উঠিয়া প্রভুর ক্রন্দনের ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া এক প্রান্তরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। সকলে পশ্চিমদিকে চলিয়াছেন; বক্রেশ্বর-শিবের মন্দির আর প্রায় চারি ক্রোশ দূরে; এমন সময়ে প্রভু পূর্ব্বদিকে রওনা হইয়া বলিলেন—"আমি চলিলাম নীলাচলে॥ জগন্নাথ-প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে। 'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে'॥" এইভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। কোথাও কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনেন না। হঠাৎ এক রাখাল-শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিলে প্রভু যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গঙ্গা কত দূর।" উত্তর পাইলেন—"এক প্রহরের পথে।" তখন প্রভু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিলেন—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার। অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥" গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে করিতে—"প্রভু বলেন—আজ আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়। মজ্জন করিব।" সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। সেই রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামেই সঙ্গিগণকে নিয়া প্রভু বিশ্রাম করিলেন।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বলিলেন—"তুমি নবদ্বীপে যাইয়া ভক্তবৃন্দকে জানাও যে, আমি নীলাচলে যাইব; শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আমি তাঁহাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিব। তুমি সকলকে লইয়া শান্তিপুরে যাইবে; আমি এখন ফুলিয়ায় যাইয়া হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইব, তারপর শান্তিপুরে যাইব।" তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ গেলেন নবদ্বীপে এবং প্রভু গেলেন ফুলিয়ায়; ফুলিয়াতে অসংখ্য লোক গিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গেলেন। প্রভুকে দেখিয়া আচার্য্য দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমভরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীবাসাদি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দও আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত। অন্ত্য। ১ম অধ্যায়)। শচীমাতার শান্তিপুরে আসার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কিছু জানা যায় না। কাটোয়া হইতে কেশব-ভারতী প্রভুর সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরে তাঁহার কোনও উল্লেখ শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের মতে, কাটোয়া হইতে বাহির হইয়া তৃতীয় দিবসেই প্রভু ফুলিয়ায় আসেন; পরের দিন শান্তিপুরে যায়েন। প্রভু সর্ব্বদাই যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—সমস্ত সহজ স্বাভাবিক অস্থায় থাকিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন; প্রত্যহ দিনান্তে কোনও গ্রামে বিশ্রামও করিয়াছেন, ভিক্ষাগ্রহণও করিয়াছেন। স্বাভাবিক অবস্থায়, গঙ্গাকে গঙ্গা জানিয়াই তাহাতে স্নান করিয়াছেন।

কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্পের অনুরূপ-ভাবের আবেশে প্রেমোন্মত্ত অবস্থাতেই প্রভু নিত্যানন্দ, মুকুন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য, এই তিনজনকেমাত্র সঙ্গে লইয়া—কাটোয়া ত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবন-গমনের ভাবের আবেশেই অবিশ্রান্তভাবে তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন এবং যমুনাভ্রমে গঙ্গায় স্নান করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের নির্দ্দেশে শ্রীঅদ্বৈতও নৌকা লইয়া সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপেই প্রভুর ভাব-তন্ময়তা ছুটিয়া যায়, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে নিজের গৃহে নিয়া গেলেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সঙ্গে বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তির মিল দেখা যায় না। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনার সঙ্গে কর্ণপূরের নাটকোক্তির প্রায় সর্ব্বতোভাবে মিল আছে; আত্মবিস্মৃত অবস্থায় রাঢ়দেশে প্রভুর তিন দিন ভ্রমণ-বিষয়ে কবিরাজগোস্বামীর সহিত মুরারিগুপ্তের কড়চার (৩।৩।১৮) উক্তিরও মিল আছে। কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসার সময় প্রভু কোন্ কোন্ স্থান দিয়া গিয়াছেন, তাহা কবিরাজ-গোস্বামী, কর্ণপূর বা মুরারিগুপ্ত উল্লেখ করেন নাই, বৃন্দাবনদাসঠাকুর করিয়াছেন। হয়তো বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উল্লিখিত স্থান দিয়াই প্রভু গমন করিয়াছেন। তাহাতেও ফুলিয়া-সম্বন্ধে যেন একটু সন্দেহ থাকিয়া যায়; ফুলিয়ার কথা, মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর বা কবিরাজ—ইঁহাদের কেহই উল্লেখ করেন নাই। প্রভুর সঙ্গে কেশব-ভারতীর আসার কথা মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরও উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন-দাসঠাকুর বলেন, কাটোয়া হইতে বাহির হওয়ার পরেই প্রভু চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে নবদ্বীপে পাঠান; কবিরাজ-গোস্বামী এবং কর্ণপূরও বলেন, শান্তিপুরের নিকটে গঙ্গার অপর তীরের নিকট আসিয়াই শ্রীমন্নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে শান্তিপুর যাইতে এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ যাইতে আদেশ করেন। মুরারিগুপ্ত কিন্তু বলেন, কাটোয়াতে রওনা হওয়ার পরে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত প্রভু আত্মবিস্মৃত ছিলেন (কড়চা ৩।৩।১৮) এবং চতুর্থ দিবসে (ততঃ পরদিনে) প্রভুর আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসে; তখন প্রভু মুরারিগুপ্তকে নবদ্বীপে যাইতে আদেশ করিলে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন (কড়চা ৩।৩।১৯)। কড়চার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কাটোয়া হইতে যাত্রাকালে মুরারি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গুপ্তও প্রভুর একতম সঙ্গী দিলেন। একথা কিন্তু অপর কেহ বলেন নাই। কর্ণপূরের নাটকোক্তি (৪।৪২) অনুসারে মুরারিগুপ্ত তখন নবদ্বীপেই ছিলেন।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা হইতে মনে হয়, শান্তিপুরে প্রভু মাত্র একদিন ছিলেন; কিন্তু কবিরাজ বলেন—এ-যাত্রায় প্রভু শান্তিপুরে দশ দিন ছিলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন—শ্রীজগন্নাথের আদেশে প্রভু নীলাচলে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু কবিরাজ এবং কর্ণপূরও বলেন—শ্রীশচীমাতার ইচ্ছাতেই প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-গমন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বলেন—প্রভু শান্তিপুর হইতে আটিসারা-গ্রামে, আটিসারা হইতে গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগে, ছত্রভোগ হইতে তত্রত্য ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখানের আনুকূল্যে নৌকাযোগে উড়িষ্যাদেশে উপনীত হইলেন। পরে অগ্রসর হইতে হইতে সুবর্ণরেখা-নদীতীরে আসিলেন। এস্থানেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে প্রভু একাকী অগ্রসর হইতে থাকেন, সঙ্গীরা—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, ইঁহারা সকলে—পৃথক্ ভাবে পশ্চাতে প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে আসিয়া জলেশ্বর-শিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও সেস্থানে উপনীত হইলেন। প্রভুর ক্রোধ উপশান্ত হইয়াছে; সকলে মিলিয়া জলেশ্বর হইতে রওনা হইয়া প্রথমে বাঁশদা-নামক স্থানে, পরে যথাক্রমে রেমুণা, যাজপুর, কটক (কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন), ভুবনেশ্বর (একাম্রবন), কমলপুর এবং সর্ব্বশেষে পুরীর নিকটবর্ত্তী আঠার-নালায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া একাকী জগন্নাথ-দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সঙ্গিগণ প্রভুকেই আগে একাকী যাইতে বলিলেন; প্রভু যাইয়া শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রহরীরা প্রভুকে মারিতে যাইতেছিলেন, সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য বাধা দিলেন। পরে সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের প্রতিহারীদ্বারা সংজ্ঞাহীন প্রভুকে বহন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, লোকগণ প্রভুকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহারাও অনুসরণ করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কবিরাজগোস্বামী বলেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চারিজনের সঙ্গে প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন; গঙ্গাতীর-পথে চলিতে চলিতে প্রভু যথাক্রমে ছত্রভোগ, রেমুণা, যাজপুর, কটক, (কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন), ভুবনেশ্বর হইয়া কমলপুরে আসিলেন। কমলপুরেই ভার্গী-নদীতীরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গেন। প্রেমাবেশে প্রভু এখানে তাহা জানিতে পারেন নাই। নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কমলপুর হইতে যখন আঠার-নালায় আসিলেন, তখনই প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং দণ্ডভঙ্গের কথা জানিতে পারিলেন। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু একাকী চলিতে ইচ্ছুক হইলে সঙ্গিগণ বলিলেন—তিনিই যেন আগে একাকী যান। প্রভু আগেই একাকী যাইয়া শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রহরীদের প্রহার হইতে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া লোকজন দ্বারা বহন করাইয়া সংজ্ঞাহীন প্রভুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে প্রভুর সঙ্গীরা সিংহদ্বারে উপনীত হইলে লোক-জনের মুখে এক নবীন সন্ন্যাসীর শ্রীমন্দিরে অদ্ভুত আচরণের কথা, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন—এই নবীন-সন্ন্যাসী প্রভু ব্যতীত অপর কেহ নহেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহ কোথায়, তাহা তাঁহারা জানেন না। দৈবাৎ সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ-আচার্য্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দদত্তের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে সার্ব্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন।

যে যে স্থান দিয়া প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে বৃন্দাবন-দাস ও কবিরাজের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে। পার্থক্য কেবল দণ্ডভঙ্গের স্থান সম্বন্ধে। বৃন্দাবনদাস বলেন—রেমুণায় পৌঁছিবার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরেই দণ্ড ভাঙ্গা হয়। আর কবিরাজ বলেন—আঠারনালায় পৌঁছিবার আগে কমলপুরে

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ভার্গীনদীতীরে দণ্ডভাঙ্গা হয়; কমলপুরে দণ্ডভঙ্গের কথা কর্ণপূরও তাঁহার নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে বলিয়াছেন। যাহা হউক, আঠারনালায় আসার পরে প্রভু তাহা জানিতে পারেন। গোপীনাথ-আচার্য্যের কথাও বৃন্দাবনদাস কিছু বলেন নাই; কবিরাজ বলেন—গোপীনাথ-আচার্য্যের সঙ্গেই শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি সার্ব্বভৌমের গৃহে যান।

যাহা হউক, শান্তিপুর হইতে নীলাচল-গমনের বিবরণে স্থূলতঃ বৃন্দাবন-দাসের সহিত কবিরাজের মিল আছে। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥" এবং এজন্যই পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—"চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন। সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥ তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহো না কৈল বর্ণন। যথাকথঞ্চিতৎ করি সে লীলা-কথন॥ ২।৪।৬৭॥" সাক্ষিগোপালের উপাখ্যান, ক্ষীরচোরাগোপীনাথের উপাখ্যানাদিই বোধ হয় বৃন্দাবন-দাসের অবর্ণিত এবং কবিরাজের বর্ণিত ঘটনা।

———০———